গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩২ সংখ্যা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৫ - ৩১ মার্চ ২০২২ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ৩ টাকা

সংগ্রামী বামপন্থাই রাস্তা, প্রত্যয় জাগাল দৃপ্ত মিছিল

২২ মার্চ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল উত্তর কলকাতার হেদুয়া পার্ক থেকে কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন হয়ে এসপ্ল্যানেডে রানি রাসমণি অ্যাভেনিউয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস স্বপন ঘোষাল, অশোক সামন্ত, শঙ্কর ঘোষ, সুভাষ দাশগুপ্ত, দেবাশীষ রায় সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ

২২ মার্চ। রাজপথের দু'কূল ছাপানো জনতার প্লাবন যেন ভাসিয়ে দিয়ে গেল শহর কলকাতাকে। বড় পুঁজির মালিকদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে এ দিন হাজার হাজার মানুষের ফুঁসে ওঠা বিক্ষোভ মিছিল সোচ্চারে বলে গেল— নিষ্ঠুর সরকারগুলির জনস্বার্থবিরোধী নীতি আর নীরবে মেনে নেওয়া নয়। পথে নেমে এবার অধিকার বুঝে নেবার পালা। দুপুরের খর রোদে রাজপথ কাঁপানো মিছিলে স্লোগান-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে ওঠা হাজার হাজার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের বুকে জাগিয়ে দিয়ে গেল দৃঢ় প্রত্যয়। আহ্বান জানিয়ে গেল পড়ে পড়ে মার না খেয়ে সঠিক নেতৃত্বে জোট বেঁধে শোষণ-অত্যাচারের মোকাবিলা করার।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চরম জনবিরোধী কৃষি-শিল্প ও শিক্ষানীতি, বেকারি, তেল-গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মদের প্রসার, হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই, দলবাজি ও স্বজনপোষণ সহ সমস্ত জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং উত্তরবঙ্গের সমস্ত চা-বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিতকরণ ও স্থায়ী কাজের দাবিতে এ দিন কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ডাক দেওয়া হয়েছিল দুটি বিশাল মিছিলের। মিছিলে দাবি ওঠে অবিলম্বে রাশিয়াকে ইউক্রেনে হামলা বন্ধ করতে হবে, যুদ্ধজোট ন্যাটো ভেঙে দিতে হবে।

একটু বেলা বাড়তেই এ দিন কলকাতার হেদুয়া পার্ক ভরে উঠতে থাকে প্রতিবাদী মানুষের সমাগমে। গোটা দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলার প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে মিছিলে যোগ দিতে এসেছিলেন কাতারে কাতারে শ্রমজীবী মানুষ। এসেছিলেন অসংখ্য নারী-শ্রমিক ও গৃহবধূ, অনেকে এসেছিলেন সন্তানদের কোলে-কাঁখে নিয়েই। ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল দলে দলে। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা এসেছিলেন বহু সংখ্যায়। আইনজীবীরা ছিলেন আদালতের পোশাকেই। মিছিলে সামিল হয়েছিলেন স্কিম ওয়ার্কার, বাইক-ট্যাক্সি চালকরাও। সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃঢ়তা তাদের সকলের চোখে-মুখে। আজকের তরুণরা রাজনীতিবিমুখ বলে কাউকে কাউকে যখন দুঃখ করতে শোনা যায়, তখন এই মিছিলে হাজার হাজার তরুণ ছাত্র-যুবকের উজ্জ্বল উপস্থিতি মানুষ মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে এসেছিলেন আসমা লস্কর, রীনা সরদাররা। গ্রামে কাজ নেই। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। মিছিলে এসেছেন কেন? প্রশ্ন করতে উত্তর মিলল— একজোট হয়ে লড়লে সরকার বাধ্য হবে আমাদের কথা শুনতে। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এসেছেন ইয়াকুব লস্কর, অসীম মণ্ডলরা। বললেন, একশো দিনের কাজে দুর্নীতি। বেছে বেছে কাজ দেওয়া হয়। হাজার প্রলোভন, তবুও শাসক দলে ভিড়ে যাইনি। এস ইউ সি আই (সি) আছে আমাদের বুকের মধ্যে। এই দলটাই সঠিক পথে লড়াই করে। লড়াই করেই দাবি আদায় করব। আগের দিন ঘর থেকে বেরিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছেন বাঁকুড়ার মেনকা বাউরি, বেলা দুলে, পুরুলিয়ার যশোদা মাহাতরা। ভালো করে খাওয়া হয়নি, স্নান-বিশ্রাম দূরের কথা। এত কষ্ট করে মিছিলে এলেন? প্রশ্ন শুনে চোখে ঝকঝক করে উঠল

সাতের পাতায় দেখুন

রামপুরহাটে নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা

বীরভূমের রামপুরহাটে নৃশংস হত্যার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, তৃণমূল দলের উপপ্রধান খুন হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। কিন্তু তার বদলা হিসাবে যে ভাবে একের পর এক বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল, শিশু সমেত ১০ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল, তার নিন্দায় কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়।

তিনি বলেন, সম্প্রতি যেভাবে একের পর এক রাজনৈতিক কর্মী ও নির্বাচিত সদস্যরা কার্যত পুলিশের পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তায় প্রকাশ্যে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত হলেন, তাতেই স্পষ্ট এ রাজ্যে পুলিশি ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, আমরা অবিলম্বে প্রতিটি হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি এবং এর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

(কলকাতা ও সিউড়িতে বিক্ষোভের ছবি ও খবর আটের পাতায়)

কর্মসংস্থান ঃ ফাঁকা বুলির চেনা ছবি রাজ্য বাজেটে

চাকরি না পান, বেকারদের জন্য প্রতিশ্রুতির অভাব পাওয়া গেল না এবারের রাজ্য বাজেটে। ১১ মার্চ বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, আগামী চার বছরে ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন তাঁরা। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৩০ লক্ষ বেকার যুবকের কাজের ব্যবস্থা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। যদিও দেশ জুড়ে এই ভয়াল বেকারত্বের পরিস্থিতিতে কী ভাবে এত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে তৃণমূল সরকার, তার কোনও হদিশ বাজেটে তিনি দেননি।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি, বেসরকারি, অন্যান্য এবং স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন তিনি। কী ভাবে তা সম্ভব? গোটা দেশ ধুঁকছে অর্থনৈতিক মন্দায়। কল-কারখানা তৈরি হওয়া দূরে থাক, প্রতিদিনই সেগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর আসছে। এ রাজ্যেও দীর্ঘদিন ধরে কোনও বড় কল-কারখানা তৈরি হয়নি। আসেনি বড় অঙ্কের বিনিয়োগ। তার ওপর গত দু'বছর ধরে অতিমারি ও লকডাউনের ফলে ছোট-মাঝারি শিল্পগুলিও দুর্দশাগ্রস্ত। এখনও পর্যন্ত শিল্পে বিনিয়োগের কোনও খবর মন্ত্রী শোনাতে পারেননি। অথচ তিনি এ রাজ্যকে বিনিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঠিকানা বলে উল্লেখ করলেন! তাঁরা কি শুধু কিছু শূন্যগর্ভ কথা দিয়েই মানুষকে ভোলাতে চান, নাকি মুখ্যমন্ত্রী যে চপ ভাজাকেও কর্মসংস্থান বলেন, রাষ্ট্রমন্ত্রীও সেই ইঙ্গিতই করলেন? না হলে কিসের ভিত্তিতে এই বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি?

বেকার সমস্যার চেহারাটা কেমন পশ্চিমবঙ্গে? গত বছরের একটি হিসাবে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। এ বছর সেই সংখ্যা অবশ্যই আরও ভয়ানক আকার নিয়েছে। গত ডিসেম্বরে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে ডোমের প্রয়োজন হয়েছিল। যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাশ। পদ সংখ্যা মাত্র ছ'টি। আবেদন করেছিলেন প্রায় আট হাজার। তাদের মধ্যে ছিল স্নাতক, স্নাতকোত্তর, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা প্রার্থীরা। ২০১৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০টি পিয়ন পদে ১১ হাজার প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী। ২০১৭ সালে মাত্র ৬ হাজার গ্রুপ-ডি পদের জন্য ২৫ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। এর বছর চারেক আগে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় ৩৪ হাজার শূন্য প্রাথমিক শিক্ষক পদে আবেদন করেছিলেন ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার প্রার্থী।

রাজ্যে ফাঁকা পড়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ। ১ লক্ষেরও বেশি শূন্য শিক্ষক পদ রয়েছে স্কুলগুলিতে। এমনকি পুলিশ-প্রশাসনেও হাজার হাজার পদে লোক নেই। বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে, নিয়োগ হচ্ছে না। যেটুকু নিয়োগ হচ্ছে, তা হচ্ছে চুক্তির ভিত্তিতে। এর ওপর আছে দুর্নীতি। অভিযোগ, প্রাথমিক-উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ পেতে অনেক জায়গায় দিতে হচ্ছে ১০ থেকে ১৫ লাখ, কলেজে অধ্যাপক পদ পেতে ২৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা। এমনকি সিভিক পুলিশের কাজ পেতেও শাসক দলের প্রভাবশালীদের দিতে হচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকা। নিয়োগে দুর্নীতির বাসা কত পোক্ত, তা হাইকোর্টে এসএসসি সংক্রান্ত মামলায় বারবার প্রমাণ হচ্ছে।

বছর খানেক আগের এক সমীক্ষা দেখিয়েছে, প্রতি বছর এ দেশে অন্তত ৪৫ হাজার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বেকারত্বের কারণে। পশ্চিমবঙ্গ এর বাইরে নয়। অতনু মিস্ত্রির কথা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। ২০২০ সালে সোনারপুরের এই তরুণ আত্মহত্যা করেছিলেন উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন চাকরি না পাওয়ার অবসাদে। অতনুর মতো রাজ্যের অসংখ্য তরুণ-তরুণী একটু মানুষের মতো বাঁচতে চেয়ে মরিয়া হয়ে চাকরি খুঁজছেন।

সংসারের বোঝা টানতে টানতে কুঁজো হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ বাবা-মাকে বিশ্রাম দিতে না-পারার গ্লানি তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। বিধানসভার ঠাণ্ডা ঘরে দাঁড়িয়ে ঢালাও কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় মন্ত্রীদের চোখের সামনে কি একবারের জন্যও ভেসে ওঠে না বেকারত্বের ভয়ঙ্কর আগুনে ঝলসাতে থাকা এইসব তরুণ-তরুণীদের করুণ মুখগুলি!

প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কর্তারা তাঁদের 'জুমলা' বা ভুয়ো প্রতিশ্রুতির জন্য সারা দেশের মানুষের কাছে সমালোচিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও হয়-কথায় নয়-কথায় তাঁদের ফাঁকা বুলির নিন্দা করেন। এবারের রাজ্য বাজেটে তাঁর সরকার কর্মসংস্থান নিয়ে প্রতিশ্রুতির যে ফানুস ওড়ালেন, তা দিল্লির কর্তাদের থেকে ভিন্ন কীসে?

বিজেপির ব্যর্থতা আড়াল করতেই সমালোচকের ভেক ধরেছে আরএসএস

হঠাৎ আরএসএসের পক্ষ থেকে বিজেপি সরকারের সমালোচনায় অবাক দেশের মানুষ। চারটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যখন স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির এই অভিভাবকের উল্লসিত হওয়ার কথা, ঠিক তখনই আমেদাবাদে ১১-১৩ মার্চ আর এস এস-এর বার্ষিক সভায় বেকারত্ব নিয়ে মোদি সরকারের দিকে আঙুল উঠল। কেন ঘরের ভেতর থেকেই এই সমালোচনা? তবে কি আর এস এস বুঝতে পারছে ভোটের ময়দানে বিজয়ের গৌরব আর হিন্দুত্বের ক্যাপসুল দিয়ে, উগ্র দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগ দিয়ে বেকারত্বের জ্বালা ভোলানো যাচ্ছে না? তবে কি আরএসএস আপাত শান্ত জনগণের মধ্যে জমা বেকারত্বজনিত বিক্ষোভ কিঞ্চিত হালকা করার চেষ্টা করতেই সমালোচকের ভেক ধরেছে?

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বছরে দু' কোটি নতুন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদিজি। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে মাসে ষোল লক্ষেরও বেশি চাকরি জুটত। সেই প্রতিশ্রুতির কতটা পূরণ হয়েছে? মাসে ষোল লাখ কেন, ছ' লাখ চাকরি জুটেছে এমন কোনও তথ্য নেই। করোনা অতিমারির সময়ের কথা না হয় বাদই থাকল। অতিমারির পূর্বেকার ছ' বছরে কি বারো কোটি চাকরি জুটেছে? মুদ্রার বিপরীত দিকটি আরও অন্ধকার। সরকারের সংস্কারনীতির বলি হয়ে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। কোভিড এসে তা কোটিতে নিয়ে গেছে।

কোভিড সংক্রমণের আগে ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৭.৭৬ শতাংশ। সি এম আই ই (সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২-এর ফেব্রুয়ারিতে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.১ শতাংশ। শুধু এই তথ্য দিয়ে বেকারত্বের গভীরতা বোঝা যাবে না। আসল কথা হল কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র ৪৭ শতাংশ কিছু কাজ পায়। একটি সরকারি সমীক্ষা অনুসারে উত্তরপ্রদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে কর্মহীনতা প্রায় ১৮ শতাংশ। এটা কম উদ্বেগজনক ঘটনা নয়। আবার যারা কর্মে নিযুক্ত তাদের মাত্র ১৫ শতাংশ নিয়মিত অর্থাৎ স্থায়ী চাকরিতে নিযুক্ত। বাকি ৮৫ শতাংশেরই কাজ অস্থায়ী প্রকৃতির— মানে আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। আবার এদের মজুরিও অনেক কম, অবসরকালীন প্রাপ্তি কী, সবটাই অনিশ্চিত।

বেকারত্বের বারুদের উপর দেশটা দাঁড়িয়ে আছে। সরকারি চাকরির পরীক্ষার্থী লাফিয়ে বাড়ছে। কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারই শূন্য পদ বিলোপ বা কমানোর নীতি নিয়ে চলছে। প্রশাসন চালাতে যে জনবল দরকার তা নেওয়া হচ্ছে মূলত চুক্তি ভিত্তিতে, 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতির ভিত্তিতে। কিন্তু এ ভাবে তো পেট চলে না। সেজন্য নিয়মিত রোজগার দরকার হয়। তার সংস্থান কোথায়?

প্রধানমন্ত্রীর এসব নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই, খেদোক্তি নেই। বরং রয়েছে ব্যর্থতাকে সাফল্য হিসাবে তুলে ধরার পরিসংখ্যানগত প্রয়াস। কখনও সরকার শ্রমশক্তি সম্পর্কিত রিপোর্ট চেপে দিচ্ছে, কখনও নতুন নতুন নিয়োগের বিচিত্র পরিসংখ্যান হাজির করছে। এতে গাণিতিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান দেখানো যেতে পারে, বিপুল কর্মসংস্থানের ঢাক বাজিয়ে ভোটে জয়লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু বেকারত্ব দূর হয় না। মজার ব্যাপার হল, বেকার সমস্যা সমাধানের এই ভোজবাজিতে সিপিএম-বিজেপি-তৃণমূল সকলেই সমান।

কম্পিউটারের বোতাম টিপেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ রাজ্যে ২২ লাখ বেকার কমিয়ে দিয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী পকোড়া ভাজায় কর্মসংস্থান দেখিয়েছেন, মমতা ব্যানার্জী তো তেলেভাজাকেই বলে চলেছেন কর্মসংস্থান। বেকার সমস্যা চাপা দেওয়ার এ জাতীয় মডেল জনগণের কাছে হাস্যকর ঠেকলেও শাসক দলের নেতারা তাতে লজ্জা পান না।

এখন সংঘ হাজির করছে বেকার সমস্যা সমাধানের স্বদেশি মডেল বা ভারতীয় মডেল। সেটা কী? '৯০-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের জাবর কেটে কেন্দ্রে মনমোহন থেকে অটলবিহারী, রাজ্যে জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য— সবাই বললেন, বিশ্বায়নের সুফল নিতে হবে। আর মোদিজি তো 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে কয়েক ডজন দেশ ভ্রমণ করে বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন।

ফল কী হল? কোনও শিল্প এল? বাংলার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে কি তেমন শিল্প হল? কেন হল না? মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, ধর্মঘটের মতো 'অস্পৃশ্য' হাতিয়ারগুলো ওই সব রাজ্যে কেন, বাংলাতেও প্রায় অদৃশ্য। তা হলে শিল্পের দেখা নেই কেন? এক সময় শিল্পপতিরা কর্মপ্রার্থীদের সরাসরি নিয়োগ করে ট্রেনিং দিয়ে কাজের উপযুক্ত করতেন। এখন তো সেটুকুও করতে হয় না। কর্মপ্রার্থীরা নিজেরাই নানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কোর্স করে যথেষ্ট দক্ষ। তা হলেও নিয়োগ হচ্ছে না কেন? এর উত্তর স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিপতিরা দেন না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধাররা কিংবা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাও দেন না। এর সঠিক উত্তরটা সামনে এলে যে পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে!

সংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে একটি ভারতীয় অর্থনৈতিক মডেলের উপর জোর দেওয়া উচিত, যা হবে মানবকেন্দ্রিক, শ্রমনির্ভর, পরিবেশ-বান্ধব, বিকেন্দ্রীভূত। সেখানে সুবিধার সুষম বণ্টনের উপর জোর দিতে হবে।" প্রস্তাব দেখে মনে হবে সংঘ-অধিপতিরা বুঝি বা কার্ল মার্কসের অনুসারী হয়ে পড়েছেন। মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, মুনাফাকে সর্বোচ্চ করতে পুঁজিপতিরা শ্রম নির্ভরতা কমিয়ে প্রযুক্তিনির্ভরতা বাড়ায়। মার্কসবাদ দেখিয়েছে, উৎপাদন খরচ কমাতে গিয়ে কীভাবে পরিবেশ রক্ষার দায় পুঁজিপতিরা পাশ কাটিয়ে যায়। সুবিধার সুষম বণ্টন, মানবকেন্দ্রিক অর্থনীতি অনুসরণ করলে পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকে না। আর উৎপাদনের বিকেন্দ্রীভবন? সেটা একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে সোনার পাথরবাটি। সংঘ অধিপতিরা এ সব জানেন না এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। তা হলে তাঁরা এ কথা বলছেন কেন?

বলছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে। কী সেটা? সত্য চেপে গিয়ে আরএসএস দেখাতে চাইছে যেন, নরেন্দ্র মোদিরা যে আর্থিক নীতি নিয়ে চলছেন, তা একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন থেকেই নয়। যেন বিজেপি এক ভুল নীতি নিয়ে চলেছে আর সরকারকে আরএসএস সেই ভুল নীতি থেকে সঠিক নীতিতে নিয়ে আসতে চাইছে। যেন সেই নীতিতেই বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!

কিন্তু সত্যিই কি তাই? পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তাতে বিজেপি নেতারা যতই কর্মসংস্থানের ঢাক পেটান, তাদের আশ্বাসবাণী মুখ থুবড়ে পড়ছে। এই অবস্থায় অভিভাবক হিসাবে আসলে বিজেপিকে বাঁচাতেই আসরে নেমেছে আরএসএস। ভাবটা এমন, যেন তারা এ ব্যাপারে কত উদ্বিগ্ন! পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আজ যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, আরএসএসের এই সমালোচনা দ্বারা সেই বাস্তব সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা হল, আবার সরকার-বিরোধীদের মুখও বন্ধ করা গেল। সমালোচনা যখন ভেতর থেকেই হচ্ছে, তখন বিরোধীদের

চারের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন ঃ ধর্মের জিগির আর টাকার স্রোতে ভেসে গেল জনস্বার্থ

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে আর একবার বিজেপির জয় জনমনে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে। ভয়াবহ বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার শোচনীয় হাল, সরকারি ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, প্রশাসনের দলদাসত্ব, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, খুন, ধর্ষণ, দলিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, বেওয়ারিশ গবাদি পশুর পালের জন্য কৃষকদের সমস্যা এই সমস্ত কিছু নিয়ে জনগণের ক্ষোভ বারবার ফেটে পড়ছে। বেকারত্বের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবরা রাজ্যে আন্দোলন করেছেন, তাতে লাঠি চলেছে। মোদি সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশের কৃষকদের মতোই উত্তরপ্রদেশের কৃষকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। জনমনে প্রশ্ন, নির্বাচনী ফলে তার প্রভাব কোথায়?

এই নির্বাচনের আগে থেকেই কিছু কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম প্রচার করছিল, বিজেপি উত্তরপ্রদেশে হারলে দেশে আর্থিক সংস্কারের রথ থমকে যাবে। এখন বিজেপি জেতার পরেই তারা জোর গলায় বলছে, এই জয়কে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বাকি থাকা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার প্রক্রিয়াটা দ্রুত সেরে ফেলুক। বলা হচ্ছে ১৩ মাস ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের পরেও যখন বিজেপি জিতল, তাতেই প্রমাণ কৃষকরা আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের পেটোয়া বিশ্লেষকরা গম্ভীর মুখে রায় দিচ্ছেন, এই জয়কে কাজে লাগিয়ে এখনই সম্পূর্ণ একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত কৃষি ব্যবস্থার লক্ষ্যে আইন নতুন করে আনুক সরকার। এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, এই নির্বাচনী ফলে প্রবল খুশি হয়েছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। শোষকরা যাতে খুশি হয়, শোষিতের তাতে খুশির কিছু থাকে কি?

নির্বাচনে জনজীবনের ইস্যুগুলি রইল অবহেলিত

উত্তরপ্রদেশে কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৩২.৭৯ শতাংশ কাজ করেন। শিক্ষার হারে দেশের শেষ পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম হল উত্তরপ্রদেশ। রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ নিরক্ষর, মহিলাদের ৪১ শতাংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে। রাজ্যের প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষই দরিদ্র। এই রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচার ২০১৫ সালের তুলনায় বেড়েছে ৬৬ শতাংশের বেশি। সরকারি খাতায় নথিভুক্ত নারী নির্যাতন-ধর্ষণ ইত্যাদি মিলিয়ে ২০১৯ সালে সে রাজ্যে ৫৯,৮৫৩ জন নারী (প্রতিদিন ১৬৩ জনের বেশি) নির্যাতনের শিকার।

করোনা মহামারীর সময় উত্তরপ্রদেশে মানুষের চরম দুর্দশা, বিনা চিকিৎসায় অসংখ্য মৃত্যু, গঙ্গায় ভেসে যাওয়া শত শত মানুষের মৃতদেহ সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মানুষের জীবন রক্ষায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের চরম ঔদাসীন্য এবং অপদার্থতা দেখে সাধারণ মানুষ রাগে ফুঁসেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি এই রাজ্য সরকারের ক্ষমার অযোগ্য আচরণ ভুলে যাওয়ার নয়। অথচ নির্বাচনের সাতটি পর্বের প্রচারে জনজীবনের মূল সংকটগুলি নিয়ে চর্চা প্রায় হলই না!

বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র মানে পাঁচ বছর অন্তর একটা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের যে কার্যত কোনও ভূমিকা নেই এবারের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন তা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৭৪ সালে একটি রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরে বলেছিলেন, **"ইলেকশন হচ্ছে একটি বুর্জোয়া পলিটিক্স। জনগণের রাজনৈতিক চেতনা না থাকলে, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম এবং এবং শ্রেণি সংগঠন না থাকলে, গণআন্দোলন না থাকলে, জনগণের সচেতন সংঘশক্তি না থাকলে শিল্পপতিরা, বড় বড় ব্যবসায়ীরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা বিপুল টাকা ঢেলে এবং সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে যে হাওয়া তোলে, যে আবহাওয়া তৈরি করে, জনগণ উলুখাগড়ার মতো সেই দিকে ভেসে যায়।"** সদ্য সমাপ্ত উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন সহ যে কোনও বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচনকে খুঁটিয়ে দেখলে এই কথার প্রতিটি অক্ষর সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এখন বিজেপির পিছনে ভারতের একচেটিয়া পুঁজি মালিকরা সব থেকে বেশি টাকা ঢালছে। এছাড়াও আছে তাদের দেওয়া বিপুল পরিমাণ কালো টাকা। যা দিয়ে পেশিশক্তির কারবারি বাহুবলী মাফিয়া ও প্রশাসনকে কিনতে সুবিধা হয়। অসচেতন মানুষের মধ্যেও নানাভাবে প্রভাব তৈরিতে এই টাকা বড় ভূমিকা নেয়। প্রচারের জাঁকজমকে মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। সাথে যুক্ত হয়েছে পুঁজিপতিদের টাকায় চলা কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমের বিজেপির পক্ষে কখনও গলা ফাটিয়ে প্রচার কখনও সূক্ষ্মভাবে 'স্থায়ী সরকার', 'শক্তিশালী সরকার', 'শিল্পায়নের জন্য বেসরকারিকরণের প্রয়োজনীয়তা', 'ভারতীয় ঐতিহ্য' ইত্যাদি নানা বিষয়ের আড়ালে বিজেপির পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা। একচেটিয়া পুঁজির চরম শোষণের স্বার্থে তাদের এজেন্ট বিজেপি সরকার যে কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মতোই নির্বাচন কমিশনকেও দলগত এবং প্রশাসনিকভাবে কুক্ষিগত করতে সচেষ্ট। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ভোটে কারচুপির বহু অভিযোগ উঠলেও ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, কমিশন কানও দেয়নি।

জাতপাত, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা প্রধান হয়ে উঠল

কৃষক আন্দোলনে ধাক্কা খাওয়ার পর বিজেপি বুঝেছিল, এইবার উত্তরপ্রদেশের ভোটে ভেলকি না দেখালে আগামী লোকসভা নির্বাচনে তার বিপদ আছে। তাই সব কাজ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী কয়েকমাস ধরে উত্তরপ্রদেশেই প্রায় পড়ে থেকেছেন। কিন্তু মানুষের সমস্যা নিয়ে তিনি কী বললেন? তিনি গঙ্গায় নেমে ক্যামেরা সাক্ষী রেখে পুজো দিয়েছেন, সরাসরি হিন্দু ভোট সংহত করার আহ্বান জানিয়েছেন। নানা কথার আড়ালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্বিচারে মাফিয়া, অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছেন, রামমন্দির নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করেছেন, বারাণসীর ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে আবেগঘন বক্তৃতা দিয়েছেন। এগুলোই কি মানুষের সমস্যা ছিল? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাজ্যের গেরুয়াধারী মুখ্যমন্ত্রীও হিন্দুমানসে ভয় জাগিয়ে ভোট কুড়োতে মুসলিম ভোট একজোট হওয়ার মিথ্যে ধুয়া তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে হিন্দু বনাম মুসলমান হিসাবে দেখাতে তোতাপাখির মতো আওড়েছেন, লড়াইটা ৮০ বনাম ২০ শতাংশের। ২০১৭ সালে মুজফফরনগরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভর করে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটানা বিজেপি সরকার লাভ জেহাদ, ধর্মান্তর বিরোধী আইন, গো-রক্ষার অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর শারীরিক এবং অর্থনৈতিক আক্রমণ, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনকারীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ভরা, সরকারি পয়সায় আন্দোলনকারীদের নামে কুৎসা প্রচারের হোর্ডিং টাঙিয়ে তাদের বিপদগ্রস্ত করার কাজই করে গেছে। যোগী আদিত্যনাথকে বিজেপি বলেছে, 'বুলডোজার বাবা'। অর্থাৎ একদিকে তিনি মঠের সন্ন্যাসী, অন্য দিকে তিনি বলবান। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষের বস্তি, ঝুপড়ি ভেঙে দেওয়াকে বিশেষ কৃতিত্বের বলে তুলে ধরেছে তারা।

প্রচার তোলা হয়েছে যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বে নাকি উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অথচ বাস্তব হল, বিনা বিচারে এনকাউন্টার এবং পুলিশের ইচ্ছামতো হত্যাই এখন উত্তরপ্রদেশের আইন। পূর্বতন কংগ্রেস অথবা সপা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলা স্থানীয় কিছু গুণ্ডাকে হটিয়ে জায়গা নিয়েছে বিজেপির মদতপুষ্ট বড় মাফিয়া, উচ্চবর্ণের বাহুবলীরা। হাথরসে, উন্নাওয়ের ঘটনাতেও দেখা গেছে এই সব মাফিয়া নেতারা চরম অন্যায় করেও ঘুরপথে সব ক্ষমতাই ভোগ করছে। উত্তরপ্রদেশে বিগত পাঁচ বছরে একের পর এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দেওয়া হয়েছে, সম্পাদকদের পুলিশ নানা অজুহাতে হেনস্থা করেছে। বিরোধী কণ্ঠস্বর মাত্রেই দেশের শত্রু, এই আওয়াজ তুলে বিজেপি সরকার যে কোনও বিরুদ্ধতাকে গলা টিপে মেরেছে। একদিকে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বিভাজন, ধর্মীয় অন্ধতার প্রসার, শিক্ষা ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো, মেয়েদের উপর ক্রমাগত হামলা ও তাদের বাঁচানোর অজুহাতে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বেঁধে ফেলা এই হল বিজেপির হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা।

অন্যদিকে 'কড়া সরকারের' ধুয়ো তুলে বিরোধীদের দুরমুশ করে বিজেপি-আরএসএস তাদের ফ্যাসিস্ট নীতির ল্যাবরেটরি হিসাবে উত্তরপ্রদেশকে ব্যবহার করছে। অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতোই উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার অভাবী মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে ভিক্ষাতুল্য কিছু অনুদান ছুঁড়ে দিয়েছে। একদল বিশ্লেষক বলছেন, কিছু পরিবারকে বিনাপয়সায় রেশন, কৃষকদের সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য, মুদ্রা যোজনায় মহিলাদের ঋণ, দরিদ্রদের জন্য বিদ্যুতে সামান্য ভর্তুকি ইত্যাদির জোরেই বিজেপি গদি ধরে রাখতে পেরেছে। এই প্রচারও দেখিয়ে দেয়, বিজেপি শাসনে সাধারণ মানুষ কতটা অসহায়!

বিজেপি বিরোধী দলগুলির ভূমিকা কী? জাতীয় স্তরে বিজেপির প্রধান সংসদীয় বিরোধী কংগ্রেসের প্রধান দুই মুখ পুরো ভোট-প্রচারপর্বটায় ক্যামেরা সাক্ষী রেখে মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বিজেপির পাল্টা হিন্দুত্বের হাওয়া তোলার চেষ্টা করে গেছেন। সে রাজ্যে সরকারি গদির অন্যতম দাবিদার সমাজবাদী পার্টি ব্যস্ত থেকেছে যাদব সহ নানা জাতপাতের সমীকরণ কষে এবং সংখ্যালঘুদের ত্রাতা সেজে ভোট জেতার চেষ্টায়। জনজীবনের কোনও দাবিতে এদের কেউই কোনওদিন গণআন্দোলন করেনি। এমনকি ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নে তারা টুইটারে বিবৃতির বাইরে কিছুই করেনি। তাদের লক্ষ্য জনগণের মধ্যে থাকা বিজেপি বিরোধী বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে আখের গুছানোর রাজনীতি করা। বিজেপি এবং তার বিরোধী সব দলই একই বুর্জোয়া ভোট-রাজনীতির এপিঠ-ওপিঠ। বিজেপি বিরোধী হিসবে এরা মূলত জাতপাত, নরম সাম্প্রদায়িকতার যে রাস্তা নিয়েছে তা বিজেপির থেকে বিশেষ আলাদা কিছু নয়। এর উপর সোসাল মিডিয়া থেকে মুখ তুলে এইসব বিরোধী নেতা-নেত্রীরা রাস্তায় নামতে যতদিনে উদ্যোগী হয়েছেন তার আগেই আরএসএস-এর শক্তি এবং কর্পোরেট পুঁজির দেওয়া বিপুল টাকার সাহায্যে বিজেপি তার ভোট মেশিনারি সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঘরে বিষ ছড়ানোর কাজটি করেছে। একই সাথে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম চেষ্টা চালিয়েছে জনগণের প্রকৃত দাবিগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বুর্জোয়া স্বার্থকেই সামনে আনার। এ জন্য তারা লড়াইটাকে মূলত বিজেপি আর সপা এই দুই দলের লড়াই হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে দিতে চেয়েছে। পাশাপাশি ডুবন্ত কংগ্রেসকে কিছুটা প্রচারের জোরে ভাসিয়ে রেখেছে। ফলে একচেটিয়া মালিকদের বর্তমানের সবচেয়ে পছন্দের দল বিজেপিই সুবিধার ফসলটা ঘরে তুলেছে এবং মালিকদের পরিকল্পনা মতোই আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মিম মুসলিম ঐক্যের জিগির তুলে বিজেপির পক্ষে হিন্দু ঐক্যের জিগিরকে সাহায্য করেছে। সর্বত্রই তারা যেমন বিজেপির ত্রাতা হিসাবে অবতীর্ণ হয়, এক্ষেত্রেও তা হয়েছে। সিবিআইয়ের ভয়ে কাঁটা মায়াবতীর বিএসপিও একই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিজেপির জয়ে সাহায্য করেছে।

কৃষক আন্দোলনের গৌরব ম্লান হওয়ার নয়

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জয়ের পর বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ১৩ মাস ধরে চলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে ব্যর্থ বলে দেখাতে চাইছে। দেখাতে চাইছে, এই আন্দোলন গরিব কৃষকের ছিল না। যদিও বাস্তব হল, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে জায়গাগুলিতে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেওয়ানহাটে দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ

দুয়ারে মদ প্রকল্প সাধারণ মানুষ এমনকী যারা তৃণমূলে যুক্ত মানুষও মানতে পারছেন না। এই প্রকল্প বাতিল, পিপিপি মডেলের নামে শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ সহ নানা দাবিতে এসইউসিআই(সি)র পক্ষ থেকে ২২ মার্চ উত্তরকন্যা অভিযানের প্রচার চলেছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে।

১৬ মার্চ কোচবিহারের দেওয়ানহাট সবজি বাজারে প্রচারের সময় অতর্কিতে একদল তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডা এআইকেকেএমএস জেলা সম্পাদক মানিক বর্মন, কণা দাস ও পূর্ণিমা রবিদাসের উপর আক্রমণ করে এবং হুঙ্কার দেয় দুয়ারে মদ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রচার করা চলবে না। ছাত্র নেতা বাসেদ আলিকে জোর করে টিএমসি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চলায়। আহত বাসেদকে পুলিশ তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার করে। বাসেদ বর্তমানে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে কোচবিহার শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। দলের কোচবিহার শহর

লোকাল সম্পাদক কমরেড নেপাল মিত্র দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু সরকারগুলির অমানবিকতাতেই

কেরালার কোচিতে কর্মরত অবস্থায় নদিয়ার ৪ পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ও মৃত্যু প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২০ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "গতকাল কেরালার কোচিতে এ রাজ্যের চার শ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় মাটি চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা আবারও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির চূড়ান্ত অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতি অভূতপূর্ব বেকার সমস্যা সৃষ্টি করেছে, ফলে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি হচ্ছে, যারা ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকের পরিচয়, নিরাপত্তা, সমস্ত ক্ষেত্রেই নিদারুণ বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছেন। ভোটের সময় তৃণমূল দল কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। অথচ এই রাজ্য থেকেই হাজার হাজার শ্রমিক অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন এবং এমন মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন। একই সঙ্গে এই ঘটনা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় কেরল সরকারের অবহেলাকেও সামনে এনে দিয়েছে।

কমরেড ভট্টাচার্য দাবি করেন, ১) রাজ্য সরকারকে নদিয়ার মৃত চার শ্রমিকের পরিবারগুলির আর্থিক দায়িত্ব ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ২) দেশজুড়ে অসংগঠিত ও পরিযায়ী শ্রমিকদের মজুরি ও নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে শ্রমিক স্বার্থে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও তা কার্যকরী করার উদ্যোগ নিতে হবে। ৩) এই শ্রমিকদের সরকারী নথিভুক্তকরণ করতে হবে। শ্রমিকের মর্যাদা ও সমস্ত সুবিধা দিতে হবে। ৪) পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের দুই রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে শ্রমিকের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে।"

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া মাইগ্রান্ট ওয়ারকার্স ইউনিয়ন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী বেচারাম মান্নার কাছে ২০ মার্চ স্মারকলিপি দিয়ে এসইজেড-এ মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম বেআইনি কাজ, গাফিলতি ও হৃদয়হীনতাকেই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। সংগঠন নিহতদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি ও নগদ ২০ লক্ষ টাকা, আহতদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং তা সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিকের খোঁজেও সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি, ভিনরাজ্যে কর্মরত এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবি জানায় সংগঠন।

এই ঘটনায় শোক জ্ঞাপন করে এআইডিওয়াইও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেজ মলয় পাল শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

সমালোচকের ভেক আরএসএস-এর

দুয়ের পাতার পর

আর বলার কী-ই বা থাকতে পারে— এমন একটা বার্তা উপস্থিত করা গেল। পাশাপাশি, বিজেপি-র সমর্থকদের যে অংশটা বিশ্বায়নবিরোধী, ভারতীয় অর্থনৈতিক মডেলের সমর্থক, এই সমালোচনায় তাঁদেরও খানিকটা সন্তুষ্ট করা গেল।

বেকারত্বের যে বিস্ফোরক পরিস্থিতি দেশের মধ্যে বিদ্যমান, বিশ্বব্যাপী যে নিরবিচ্ছিন্ন মন্দা আজ শিল্পায়নের সামনে মূল বাধা, সত্যিই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গেলে, শিল্পায়নের জোয়ার আনতে হলে অর্থনীতিকে মুনাফার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। মুনাফার পরিবর্তে মানুষের সর্বাধিক পরিতৃপ্তি সাধনকেই উৎপাদনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করা প্রয়োজন। কিন্তু তা হলে তো এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই ভাঙতে হয়। সংঘ নেতাদের সে সত্য স্বীকার করার সাহস নেই। তাই বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করতে সমালোচকের ভেক ধরা ছাড়া তাদের উপায় কী?

বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় বিশেষ সাংগঠনিক সম্মেলন ১৭-১৯ মার্চ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মানস নন্দীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মাসুদ রানার পরিচালনায় পার্টির সদস্য ও আবেদনকারী সদস্যরা তিন দিনের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে কমরেড মাসুদ রানাকে সমন্বয়ক করে ১৩ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম গঠিত হয়েছে। সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড সীমা দত্ত, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, মাসুদ রেজা, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, ডাঃ জয়দীপ ভট্টাচার্য, তাসলিমা আক্তার বিউটি, আসমা আক্তার, আহসানুল আরেফিন তিতু, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা, রাশেদ শাহরিয়ার, রাজু আহমেদ ও বিটুল তালুকদার।

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, দেশের জনগণ আজ এক ভয়াবহ সংকটকাল অতিক্রম করছে। চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। অন্য দিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে আওয়ামী লিগ সরকার ক্রমাগত গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিকরছে। সেবাখাতগুলি থেকে ভর্তুকি উঠিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ হ্রাস করলেও বড় বড় অবকাঠামোগত 'উন্নয়নে'র প্রকল্প গ্রহণ করছে। উন্নয়নের নামে চলছে লুটপাট। একদিকে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে, অন্য দিকে দেশে বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা। ধনী-গরিবের বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বৈষম্য ও দেশের জনগণের দুর্দশার মূল কারণ পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা।

বক্তারা আরও বলেন, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থেই শাসকদল আওয়ামী লিগ সমস্ত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষা করতে উন্নয়নের নামে ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। দেশের মানুষের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ গায়ের জোরে অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন কায়েম করেছে। ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ একের পর এক কালাকানুন তৈরি করছে। বুর্জোয়া শাসনের ফলশ্রুতিতে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ জনসাধারণ পিষ্ট হলেও দেশে বিদ্যমান বামশক্তির আদর্শগত বিভ্রান্তি ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী কোনও গণআন্দোলন অনুপস্থিত।

এমতাবস্থায় দেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় ও জনজীবনের সঙ্কট নিরসনে গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও দেশে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমিকশ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষিত হয় সম্মেলনে। দেশের জনসাধারণকে সেই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

সংবাদমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র বিরোধী

এস ইউ সি আই (সি) কেরালা রাজ্য কমিটি

কেরালায় সংবাদ-চ্যানেল 'মিডিয়া ওয়ান'-এর সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রসঙ্গে ১৩ মার্চ এস ইউ সি আই (সি)-র কেরালা রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, এই ঘটনায় শুধু সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে তাই নয়, এতে লংঘিত হয়েছে গণতন্ত্রের বুনিয়াদি নীতিগুলিই।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক শুধু বলেছে, জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত কারণে চ্যানেলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। আর কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য সরকার দেয়নি। এমন অনির্দিষ্ট অভিযোগ ও দুর্বল যুক্তি তুলে সংবাদমাধ্যমের কার্যকলাপ বন্ধের মতো গুরুতর পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা চলে? এই সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত কোন সংবাদ বা অনুষ্ঠান জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, তা সুনির্দিষ্টভাবে দেখানো এবং অভিযোগ প্রমাণ করা সরকারেরই দায়িত্ব।

সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে কথা না বলার জন্য কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ না দেখিয়ে একটি সংবাদমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ঘটনা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। এর তীব্র বিরোধীতা করে এসইউসিআই (সি) দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে মিডিয়া ওয়ান চ্যানেলের সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা রদ করা হোক। এই দাবিতে গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য দলের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কারণ ফ্যাসিবাদী আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ।

২২ মার্চ মানুষের ঢল শিলিগুড়িতেও

শিলিগুড়ি শহর ভাসিয়ে নিয়ে চলল মিছিল

বাঘাযতীন পার্কের বিশাল সমাবেশ

২২ মার্চ। এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে বিক্ষোভ মিছিলের ডাকে সাড়া দিয়ে দুপুর ১২টার আগে থেকেই দেখা গেল শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে ঢল নেমেছে প্রতিবাদী মানুষের। প্রখর রোদের মধ্যেই সমবেত হয়েছেন তাঁরা। সাড়ে বারোটা নাগাদ শুরু হল সভা। সভাপতির দায়িত্ব তুলে নিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র, যুব গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ একে একে তাঁদের বক্তব্য রাখলেন।

মহানগরীর রাজপথে জনজোয়ার

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি পুরুষ-নারী, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক-কর্মচারী-মেহনতি মানুষ ক্রমাগত আসছেন। কেউ এসেছেন নিজের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে। মা এসেছেন সন্তানকে কোলে আঁকড়ে। খেতমজুর তাঁর দৈনিক হাজিরা কাজ বন্ধ রেখে এসেছেন। আছেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। চোখে তাঁদের দিনবদলের স্বপ্ন। মঞ্চের সামনে বসে মন দিয়ে বক্তব্য শুনছেন এক বৃদ্ধা। কলেজ ছাত্রী নাতনিকে হাত ধরে শেখাচ্ছেন প্রতিবাদের ভাষা। বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আসার সময় অনেকে বেঁধে এনেছেন সামান্য কটা রুটি কিংবা খানিকটা মুড়ি। উত্তরবঙ্গে লোকাল ট্রেন চলাচলের অবস্থা খুবই খারাপ। তাই এলাকা থেকে গাড়ি ভাড়া করে একসঙ্গে আসতে হয়েছে। গাড়ির ভাড়া তাঁরা নিজেরাই তিল তিল করে সংগ্রহ করেছেন।

সভায় প্রস্তাব পেশ হয় অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং নতুন করে পেট্রোপণ্য এবং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। তখনও আসছে মানুষের স্রোত। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন দার্জিলিং জেলার সঙ্গীত গোষ্ঠী। বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মন্ডল। প্রথমেই তিনি শিলিগুড়ি শহরবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়েই এই মিছিল। শিক্ষায় পি পি পি মডেলে স্কুল-কলেজ বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে, দুয়ারে মদ প্রকল্প বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেন তিনি। হাসপাতালে ওষুধ কমানোর প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতোই জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি না করা, মানুষের অজ্ঞাতসারে ডানকান-এর মতো বহু কোম্পানির চা বাগান বিক্রি হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের দুর্দশা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে।

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা। কলেজ স্ট্রিট

দুপুর আড়াইটে। শুরু হল বিক্ষোভ মিছিল। সামনের সারিতে কমরেড তরুণ মণ্ডল, কমরেড শিশির সরকার, কমরেড তপন ভৌমিক, কমরেড নভেন্দু পাল, কমরেড অসিত দে, কমরেড সুজিত ঘোষ প্রমুখ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। লাল ঝান্ডা, ব্যানারে সুসজ্জিত স্লোগানে মুখরিত মিছিল এগিয়ে চলল শিলিগুড়ি জংশনের দিকে। মিছিলে ছাত্র-যুব এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে আলিপুরদুয়ারের শালকুমার থেকে আসা যুবক অমিতাভ বললেন, বেকারদের চাকরি নেই, দুয়ারে মদ দিতে চায় সরকার! আমরা বাঁচব কী ভাবে? বাঁচার ঠিকানা পেতেই আজকের মিছিলে এসেছি। মেখলিগঞ্জের ছবিনা বেগম বললেন, গরিব বাড়িতে তো এমনিতেই অশান্তি, তারপরে আবার দুয়ারে মদ! কাজ-কাম নেই। হাসপাতালে গেলে ওষুধ নেই। কী করে বাঁচবো? তাই এসেছি মিছিলে। দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর থেকে আসা সত্তর ছুঁইছুঁই দুলো পাহানও একই কারণে মিছিলে হাঁটছেন।

মালদার বুলবুল চণ্ডীর ছাত্র হেমন্ত মাহাতো হাঁটছেন শিক্ষার বেসরকারিকরণ রুখতে। মুজনাই চা বাগানের মনোজ মুন্ডা মিছিলে স্লোগান তুলে কিছুক্ষণের বিরতিতে বললেন, চা বাগানে মজুরি ঠিকমতো দিচ্ছে না, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারছি না। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাই। মালবাজারের ছাত্রী সাবেরা উড়াও চাকরির দাবিতে মিছিলে হাঁটলেন।

মিছিলের মাথা যখন মহানন্দা ব্রিজের উপরে, তার শেষ প্রান্ত তখন হাসপাতাল থেকে ভেনাস মোড়ের দিকে এগিয়ে চলছে। শিলিগুড়ি জংশনে মিছিল পৌঁছালে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গ্যাস সিলিন্ডারের প্রতিরূপে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক। দাবি সনদ নিয়ে কমরেড তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি দেন।

কলকাতার মিছিলে আইনজীবীরাও

হেদুয়া পার্কের সভায় কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

স্বাস্থ্য বাজেট ঃ বিমা কোম্পানির স্বাস্থ্য ফেরাতেই নজর

১১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে স্বাস্থ্য বাজেট পেশ করেছে, তাকে কোনও ভাবেই জনমুখী বলা যায় না। বরং তা জনগণের প্রত্যাশা পূরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দীর্ঘ দু'বছর করোনা মহামারিতে অতিরিক্ত চাপ সামলাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যেভাবে ধসে পড়েছে, করোনা বহির্ভূত রোগের চিকিৎসা যেভাবে ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে সরকারের উচিত ছিল স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো। কিন্তু বরাদ্দ করা হয়েছে মোট বাজেটের মাত্র ৫.৪৭ শতাংশ। মোট বাজেট ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৩০ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য বাজেট মাত্র ১৭ হাজার ৫৭৭ কোটি। অন্য দিকে সরকারের ধার শোধ বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ২১.৮০ শতাংশ। মেলা-খেলা, দান-খয়রাতির জন্যও মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ ভারতকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র যারা বলে সেই কেন্দ্রীয় সরকার, বা রাজ্য সরকার কেউই জনগণের প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ করেনি।

এবছর রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যখাতে যে যৎসামান্য অর্থ বাড়িয়েছে তার বেশিরভাগটাই বরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য। যদিও বিগত বছরগুলোতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ২৪.৮৫ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা দিতে খরচ হয়েছে ৩ হাজার ২১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বর্তমানে ২.২ কোটি পরিবার, যাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে তার চিকিৎসা খরচ মেটাতে প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা রাজ্য সরকারের সমগ্র বাজেটের প্রায় সমান। যদিও স্বাস্থ্যসাথী খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ২৫০০ কোটি টাকা। বর্তমানে বেসরকারি ক্ষেত্রের বহুলাংশে এবং সরকারি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যসাথী বিলের টাকা বাকি পড়ে রয়েছে, যা মেটাতে কার্যত সরকারের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বাজেটের বহুগুণ টাকার প্রয়োজন। ফলে এই সব বকেয়া মেটাতে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যখাতের অন্যান্য বরাদ্দে টান পড়ে যাচ্ছে। যে কারণে ইতিমধ্যেই সরকারি হাসপাতালে ওষুধের অর্ধেকেরও বেশি ছাঁটাই করা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে। সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা নিরীক্ষা সমেত অন্যান্য যেসব ফ্রি চিকিৎসা পরিষেবা এতদিন ছিল তাও অদূর ভবিষ্যতে টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে যা খরচ হয় তার ৬৯.৫ শতাংশ সরাসরি রোগীর পরিবারের পকেট থেকে খরচ করতে হয়, তা আরও বহুগুণে বাড়বে এবং চিকিৎসা করাতে গিয়ে ধনে-প্রাণে সর্বস্বান্ত হওয়া মানুষের সংখ্যাও বাড়বে।

সরকার সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব না নিয়ে স্বাস্থ্যসাথীর নামে তা বিমা কোম্পানির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্যখাতে যৎসামান্য বরাদ্দের টাকা বেশিরভাগটাই ঘুরপথে কর্পোরেট বিমা কোম্পানির পকেটে চালান হয়ে যাবে। মূল বিমা কোম্পানি ও 'থার্ড পার্টি অ্যাসেসি' (টিপিএ) কোম্পানির লাভ মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ টাকা খরচ হওয়ায় প্রকৃত চিকিৎসার জন্য টাকা প্রায় থাকছে না। এর ফলে মানুষ হারাচ্ছে স্বাস্থ্যের অধিকার। অথচ এই যৎসামান্য টাকাও বিমার মাধ্যমে খরচ না করে সরাসরি খরচ করলে মানুষ অনেক বেশি পরিষেবা পেতে পারত।

এই বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র ও সার্ভিস ডক্টর্স ফোরমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানান—অবিলম্বে স্বাস্থ্যখাতে ন্যূনতম ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, স্বাস্থ্যসাথীর নামে সরকারি তহবিলের টাকা বেসরকারি বিমা কোম্পানির পকেটে চালান করা চলবে না, স্বাস্থ্য বাজেটের টাকা সরাসরি সরকারকে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য খরচ করতে হবে, সমস্ত মানুষের ফ্রি ও উন্নতমানের চিকিৎসার দায় সরকারকেই বহন করতে হবে।

পাঠকের মতামত

দুয়ারে বিপদ!

আমি একটি গ্রামীণ এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কোনও পড়ুয়ার বাড়িতে সমবয়সী কোনও ছাত্রছাত্রী এলে তারা তাদেরও নিয়ে স্কুলে আসে। দিনকয়েক আগে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির একটি ছাত্র, যে আমার এক ছাত্রের মাসতুতো ভাই, হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল,'স্যার, অন্য স্যার-ম্যামরা আজকে আসবে না?' আমি জানালাম, আমরা দুজন শিক্ষকই এই স্কুলে। আর অন্য কোনও শিক্ষক নেই। অতিথি ছেলেটি বেশ অবাকই হল। সে বলল, 'স্যার আমাদের স্কুল তো অনেকজন স্যার-ম্যাম, তোমরা দুজনেই সবাইকে পড়াও?'

আমি একসঙ্গে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিকে পড়াচ্ছি দেখেই হয়তো ছাত্রটির মনে এই প্রশ্নটা উঁকি মেরেছে। হ্যাঁ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এমনই। বেশিরভাগ স্কুল চলছে দুজন বা তিনজন শিক্ষক দিয়ে। কোনও কোনও স্কুল চলছে একজন শিক্ষক দিয়েও।

ছোট্ট একটি বাচ্চা বিস্মিত হয় এই দেখে যে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাস দুজন শিক্ষক চালাচ্ছেন। অথচ সরকারের নেতা মন্ত্রীরা বিস্মিত হন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক দরকার। তবেই পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব। একজন শিক্ষক একসঙ্গে দুটি ক্লাস করালে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের পঠনপাঠনের বরাদ্দ সময় একেকটি ক্লাসে অর্ধেক হয়ে যায়, যা পড়ুয়াদের প্রতি সরকারের ভয়াবহ বঞ্চনা। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সামিল। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সরকার জনগণের মধ্যে সরকারি শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং বেসরকারি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করছে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভয়াবহ ঘাটতি সহ নানা পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি সমাধানের কথা না ভেবে সরকার পিপিপি মডেল এনে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাটাই বেসরকারি করতে চাইছে। এ যে দুয়ারে বিপদ!

আব্দুল জলিল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন

তিনের পাতার পর

ছিল সেই বাগপত, সামলি, মিরাট, মুজফফরনগর জেলার ১৯টির মধ্যে ১৩টি আসনে বিজেপি হেরেছে। শহরাঞ্চলের তুলনায় কৃষক প্রধান সমস্ত এলাকায় বিজেপির ভোট শতাংশ অনেক কম। জনগণের ক্ষোভ এতটাই যে, বিজেপির উপমুখ্যমন্ত্রী এবং ১১ জন মন্ত্রী সহ ৮০ জন পুরনো এমএলএ হেরেছেন। ১৩১টি কেন্দ্রে ১ থেকে ৫ শতাংশের পার্থক্যে ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কেন্দ্রে পার্থক্য ২০০ থেকে ১০০০ ভোটের। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম ভুলিয়ে দিতে চাইছে যে, কৃষক আন্দোলন ভোটের আখের গোছানোর আন্দোলন ছিল না। যদিও তারাও অস্বীকার করতে পারেনি এই আন্দোলন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। যে কারণে সবচেয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাষণ দেওয়া সঙ্গীত সোমের মতো বিজেপি নেতারা হেরেছেন। এই আন্দোলন যেভাবে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা সূচিত করেছে, একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই যে সরকার চলে, তা বুঝতে জনগণকে সাহায্য করেছে, গণআন্দোলনের প্রতি মানুষের আস্থাও কিছুটা তৈরি হয়েছে, তাতে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ভীত। এ জন্যই কৃষক আন্দোলনের বিপক্ষে সুকৌশলে প্রচার চলছে। যদিও এ অপচেষ্টা সফল হবে না।

গণআন্দোলনই রাস্তা

উত্তরপ্রদেশে সীমিত শক্তি নিয়েও এসইউসিআই(সি) দল জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার ধারাবাহিক চেষ্টা করে চলেছে। সিপিআই, সিপিএমের মতো বামপন্থী দলগুলির কাছেও বারবার আবেদন জানানো হয়েছে ভোট রাজনীতির হিসাবের খাতা থেকে বেরিয়ে গণআন্দোলনের রাস্তায় নামতে। কিন্তু তারা সে পথে হাঁটতে নারাজ। কৃষক আন্দোলনের সময়েও তারা ব্যস্ত থেকেছে কংগ্রেস, সপা, আরজেডি সহ নানা দলের সঙ্গে কোথায় কীভাবে গেলে ভোটে সুবিধা হবে এই হিসাব কষতে। কিন্তু বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে পরিসরটা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাকে ব্যবহার করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে তারা চায়নি। এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে বারবারই বলা হয়েছে বিজেপির রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে জাতপাত সহ নানা সাম্প্রদায়িক কৌশল নিয়ে চলা দলগুলির গায়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' তকমা এঁটে দিয়ে জোড়াতালির ভোট-কৌশলের রাস্তা ধরলে চলবে না। বিজেপি-আরএসএসের সাহায্যে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি যে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে তাকে রাজনৈতিক এবং আদর্শগত দিক থেকে পরাস্ত করতে গেলে সংগ্রামী বামপন্থার ভিত্তিতে গণআন্দোলনের রাস্তা ধরতে হবে। এর মধ্য দিয়ে জনগণের শক্তি হিসাবে গণকমিটি গড়ে তোলা দরকার যাতে সচেতন জনগণ ঠিক-ভুল রাজনীতিকে বিচার করার শক্তি অর্জন করে।

উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে বামমনস্ক, গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন সমস্ত মানুষের গণআন্দোলনের রাস্তায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া আজ প্রয়োজন। এর বদলে বুর্জোয়া রাজনীতির নির্বাচনী ছকের মধ্য থেকেই আখের গোছাতে চাইবে যারা, তারা যে স্লোগানই দিক না কেন, শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা এবং ফ্যাসিবাদ কায়েমেরই চেষ্টা করবে। বিকল্প রাজনীতি একটাই— তা হল গণআন্দোলন।

লিলুয়ায় রেলের জমি প্রোমোটিং করার প্রতিবাদ

রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (আরএলডিএ) হাওড়া জেলার লিলুয়ায় ১৩০ কাঠা জমি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই দরপত্র বাজারে ছেড়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মালিক শ্রেণির স্বার্থে একের পর এক সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলো বেসরকারিকরণ করছে এবং জলের দরে সরকারি সম্পত্তি একচেটিয়া মালিকদের কাছে লিজ দেওয়ার নামে তুলে দিচ্ছে। এখনই সরকারকে এ থেকে বিরত করতে না পারলে সমস্ত জাতীয় সম্পত্তি লিজ বা বিক্রি করে দিয়ে দেশকে এরা দেউলিয়া করে দেবে।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ১৮ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এ হল মালিকদের পকেট ভরানোর কৌশল। রেলের অব্যবহৃত জায়গা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, কমিউনিটি হল, সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তুলে রেল কর্মচারী সহ আপামর জনসাধারণের উপকারে লাগানো যেতে পারে। আবাসন গড়ে তুললেও তা রেল নিজের উদ্যোগে তৈরি করে রেল সহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কর্মচারী সহ সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে, যাতে রেলের আয় অক্ষুণ্ণ রেখেই মানুষের বাসস্থানের চাহিদা মেটানো যায়। রেল কলোনি, রেলস্টেশন, মাল্টিফাংশানাল কমপ্লেক্সের আরএলডিএ-র দ্বারা এরকম হস্তান্তর সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া এবং তা প্রাইভেট মালিকদের মুনাফার স্বার্থে সংগঠিত।

এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সংগ্রামী বামপন্থাই রাস্তা

একের পাতার পর

সংগ্রামী প্রত্যয়। বললেন, কষ্ট তো আছেই। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে কি দুঃখ ঘুচবে? একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। আন্দোলন করেই আদায় করতে হবে সমস্ত দাবি। তাই আমরা মিছিলে এসেছি।

একই প্রত্যয় ফুটে উঠছিল মঞ্চে ভাষণরত বক্তাদের কথাতেও। সুসজ্জিত মঞ্চে ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন জেলা নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে জনজীবনের অসহনীয় দুর্দশার কথা ফুটে উঠছিল তাঁদের কথায়। সবশেষে বক্তব্য রাখেন

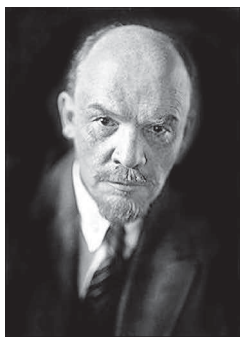

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আবরণ এবং এটা একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে তখন নির্বাচনের মাধ্যমে কোনও ব্যবস্থাকে পাল্টানো সম্ভব নয়। ... কয়েক বছর অন্তর শোষকশ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণের উপর শোষণ-অত্যাচার চালাবে নির্বাচনের দ্বারা এটাই নির্ধারিত হয়। — ভি আই লেনিন

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে, প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও না-ছোড় সংগঠিত লড়াই-ই আদায় করতে পারে দাবি। বললেন, শাসক-শোষকদের যতই কামান-বন্দুক-মিসাইল থাক, শোষিত মেহনতি মানুষের আছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার হল মার্ক্সবাদ। **এই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে এ যুগের অন্যতম দার্শনিক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুকে নিয়ে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য লড়ছে এস ইউ সি আই (সি)। আজ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দলের নেতৃত্বে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামী বামপন্থাই একমাত্র রাস্তা। এই পথেই খেটে-খাওয়া মানুষের আন্দোলন জয়লাভ করবে। তার জন্য তিনি গ্রাম-শহর সর্বত্র আন্দোলনের গণকমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।**

হেদুয়া পার্ক থেকে মিছিল শুরু হয় দুপুর তিনটেয়। তেল-জ্বালানি গ্যাসের আবার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল শুরুর আগে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় প্রতীকী গ্যাস-সিলিন্ডার। অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

শুরু হল মিছিল। মিছিলের সামনে সাজানো বিশাল লাল পতাকা। সারিবদ্ধ ভাবে হাঁটছেন রাজ্য সম্পাদক সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁদের পিছনে ছাত্র-যুবদের বিশাল জমায়েত। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে মিছিলে পা মিলিয়েছেন তাঁরা। এর পর এক একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো ও সেগুলির পিছনে এক একটি জেলা থেকে আসা আন্দোলনকারীদের স্রোত। হাতে তাঁদের সুসজ্জিত ব্যানার ও পতাকা। মুখে উচ্চকিত স্লোগান।

দৃপ্ত মিছিল চলেছে রাজপথ ধরে। পাশের বেথুন কলেজ থেকে ছাত্রীরা বেরিয়ে এসে মোবাইল ফোনে ছবি তুলে নিচ্ছেন মিছিলের জনসমাগমের। মোড়ে মোড়ে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছেন মানুষ। অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছেন মিছিলের দৈর্ঘ্যের দিকে। বলছেন, এত মানুষ এসেছেন মিছিলে! চোখে-মুখে তাঁদের বিস্মিত-আনন্দের আভা— দলটা এত বড় হয়েছে! কান পাতলে ভেসে আসছে তাঁদের নিজেদের মধ্যেকার কথাবার্তা— হ্যাঁ, একমাত্র এই দলটাই তো আছে ভরসা করার মতো! এই দলটাই তো শুধু মানুষের দাবি নিয়ে লড়ে, কেবল ভোটের পেছনে ছোটে না! মন দিয়ে তাঁরা শুনছেন স্লোগানের উচ্চারণ। পড়ার চেষ্টা করছেন ব্যানারে, পোস্টারে লেখা দলের বক্তব্য। শেষ দেখা যাচ্ছে না মিছিলের। রাস্তায় আটকে থাকা পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য অসহিষ্ণু হলে পাশের জন তাঁকে বোঝাচ্ছেন— এই প্রতিবাদটাই আমাদের দরকার। হোক দেরি, পাশে দাঁড়ান। মিছিল পৌঁছে যেতেই দুজন বাইক আরোহীকে ভলান্টিয়াররা দ্রুত পার হয়ে যাওয়ার জন্য বলতেই তাঁরা বলে উঠলেন, না, যত দেরিই হোক, পুরো মিছিলটাই দেখবো। এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে এ মিছিল যে তাঁদেরই মিছিল!

বিধান সরণি ধরে মিছিল ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি ছাড়িয়ে লোহাপট্টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কয়েক জন ব্যাঙ্ক-কর্মচারী অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মুগ্ধ চোখে মিছিলের উত্তাপ অনুভব করছেন, ছবি তুলে রাখছেন। তখন স্লোগান উঠছে—ব্যাঙ্ক-রেল বেসরকারিকরণ মানছি না।

কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছতে মিছিলকে অভিনন্দন জানিয়ে হাত নাড়তে দেখা গেল অনেককে। জলের বোতল এগিয়ে দিলেন কেউ কেউ। এলাকার মানুষ সংবর্ধনা দিলেন মিছিলকারীদের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে 'ক্যালকাটা এমপ্লয়িজ ইউনিটি ইউনিয়ন', 'বইপাড়া হকার্স-ব্যবসায়ী সমিতি', 'কলেজ স্ট্রিট ব্যবসায়ী সমিতি', 'ভুবনেশ্বরী রোড-লাইনস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' এবং 'জয় মাতাদি লরি ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন'-এর পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হল ফুলের তোড়া। উপস্থিত এলাকার মানুষ ও পথচারীরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন মিছিলকে।

মিছিলের মুখ যখন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাপ্তি সভামঞ্চের কাছে, শেষাংশ তখন সবে হেদুয়া পার্ক ছেড়ে এগোচ্ছে। ধর্মতলার মোড়ে একজন বললেন— এত বড় মিছিল! এবার সরকার

ভোটের মারফত হাজার বার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। —শিবদাস ঘোষ

বুঝবে। ব্যাপকতায়, শৃঙ্খলায় এই মিছিল তাঁদের মুগ্ধ করেছে। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে হাজার হাজার মানুষ আর নানা দাবি সংবলিত সুদৃশ্য ট্যাবলোর মিছিল দেখতে দেখতে অনেকে ভুলেই গেছেন তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছনোর কথা! সংবাদমাধ্যমে এই মিছিলের ছবি-খবর না-ও থাকতে পারে। ঠাঁই পেতে পারে যানজটের খবরের তলায়। প্রশাসন বলতে পারে জমায়েত কয়েক হাজারের। কিন্তু বাস্তবে এ-দিন মানুষের সংখ্যা ছিল পুলিশ-প্রশাসনের হিসাবের বাইরে। প্রচারের আলো না পেলেও, শত বিভ্রান্তির চেষ্টা সত্ত্বেও গণআন্দোলনের সৈনিকদের এই মিছিল নাগরিকদের মনে দীর্ঘদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে মিছিল পৌঁছালে ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র দিতে যান। নবান্ন থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী দাবিপত্র নেবেন না। মিছিলের নেতৃবৃন্দ জানিয়ে দেন, সরকারের এই ঔদ্ধত্যের জবাব মানুষ আন্দোলনের ময়দানেই দেবেন।

বিক্ষোভ মিছিলের ১৯ দফা দাবি

১। অত্যাবশ্যক পণ্যের কালোবাজারি, মজুতদারি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রদ করতে হবে।

২। সব শূন্য পদ পূরণ, সমস্ত কর্মক্ষম বেকারের চাকরি দিতে হবে, সরকারি চাকরি নিয়ে প্রতারণা বন্ধ করতে হবে।

৩। 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। মদ গাঁজা চরস ড্রাগস সহ সমস্ত মাদকদ্রব্যের ব্যবসা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। মদের প্রসার ঘটিয়ে ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

৪। হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই করা চলবে না। হাসপাতাল থেকে গুরুতর অসুস্থ রোগী ফেরানো চলবে না। স্বাস্থ্যসাথীর নামে চিকিৎসাকে বিমানির্ভর করা চলবে না। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে সকলের সব ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। কোনও অছিলায় রাজ্যে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০' চালু করা চলবে না। স্কুল শিক্ষাকে 'পিপিপি মডেল'-এর আওতায় এনে বেসরকারিকরণ করা চলবে না। শিক্ষার মানোন্নয়নে পাশ-ফেল প্রথা পূর্ণ রূপে চালু করতে হবে। শিক্ষার ধর্মীয়করণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো চলবে না। শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি করা চলবে না।

৬। চটকল ও চা বাগান সহ সমস্ত বন্ধ কারখানা খুলতে হবে। শ্রমিকদের সুস্থভাবে বাঁচার মতো মজুরি দিতে হবে। ট্যাক্স ছাড় নয়, ধনকুবেরদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়ে বন্ধশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

৭। ভিক্ষাতুল্য সামান্য অর্থ নয়, স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক পদে নিয়োগ সহ সব নিয়োগে দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ করতে হবে।

৮। সরকারি অর্থের ব্যাপক আত্মসাৎ ও অপচয় বন্ধ করে গরিব মানুষের প্রকৃত সাহায্য হয় এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মেলা-খেলা-ক্লাবে টাকা না ঢেলে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যেই কাজ দিতে বছরভর কর্মসংস্থান করতে হবে।

৯। নদী ভাঙন প্রতিরোধ করতে হবে। সুন্দরবন সহ সমুদ্রতীরবর্তী জনবসতিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

১০। নারী, নাবালিকা ও শিশু পাচার রোধে এবং নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ বন্ধে সরকারকে তৎপর হতে হবে।

১১। দলবাজি বন্ধ করে পুলিশ ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস, আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনকে গুণ্ডাতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে হবে। নানা অজুহাতে মিছিল-মিটিং নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না।

১২। বিদ্যুৎ-এর দাম কমাতে হবে। 'বিদ্যুৎ বিল ২০২১' বাতিল করতে হবে। সারের কালোবাজারি বন্ধ ও সার-বীজ-কীটনাশকের দাম কমাতে হবে। ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও কম সুদে ঋণ দিতে হবে।

১৩। আশা-আইসিডিএস, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী-মিড ডে মিল-নির্মাণ কর্মী-বিড়ি শ্রমিক-মোটরভ্যান চালক সহ সর্বস্তরের অসংগঠিত শ্রমিকদের দাবি অবিলম্বে মানতে হবে।

১৪। দেউচা-পাঁচামিতে আদিবাসীদের জোর করে উচ্ছেদ চলবে না।

১৫। পরিবহণের ভাড়া বাড়ানো চলবে না।

১৬। আনিস হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে।

১৭। শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করতে হবে। ধনকুবেরদের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি জলের দরে বেচে দেওয়া চলবে না। ধনকুবেরদের কাছে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণ উদ্ধার করতে হবে।

১৮। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

১৯। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমানো চলবে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মৃতপ্রায় জনগণের উপর মারাত্মক আঘাত

তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, মানুষের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে পাঁচ রাজ্যের ভোট মিটতে না মিটতেই বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দাম বিপুল হারে বাড়িয়ে দিল। পেট্রল এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে যথাক্রমে ৮৪ এবং ৮৩ পয়সা বেড়েছে, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৫০ টাকা। দাম বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির যে অজুহাত দেওয়া হচ্ছে তার কোনও ভিত্তি নেই।

২২ মার্চ কলকাতায় মিছিলের শুরুতে প্রতীকী গ্যাস-সিলিন্ডার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ

বাস্তব হল, অশোধিত তেলের দাম একসময় ব্যারেল প্রতি ১৩৫ ডলারে উঠলেও এখন তা ১০০ ডলারের আশেপাশে। জ্বালানির এই দামবৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের ইতিমধ্যেই বেড়ে থাকা দামকে আরও বাড়িয়ে দেবে। চড়া মূদ্রাস্ফীতির রাশ টেনে জনগণকে একটু স্বস্তি দিতে যখন বহু অর্থনীতিবিদ বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বালানির উপর করের বোঝা কমানোর দাবি জানাচ্ছেন। ঠিক সেই সময় ফ্যাসিস্ট স্বৈরতান্ত্রিক বিজেপি সরকার সঙ্কটগ্রস্ত জনগণের উপর আরও আঘাত করেই চলেছে যাতে বিপুল পুঁজির মালিক কর্পোরেট মালিকদের আরও বেশি মুনাফা নিশ্চিত হয়। মহামারীর মধ্যেও এই দৈত্যাকার একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের বিপুল মুনাফার রাস্তা সরকার করে দিলেও তাদের থেকে এক পয়সাও বাড়তি কর আদায় করেনি। কিন্তু একই সময় প্রায় নিঃসম্বল সাধারণ মানুষের ঘাড়ে নির্লজ্জ ভাবে পরোক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষের উপর এই সীমাহীন অর্থনৈতিক আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে তেল-গ্যাসের বর্ধিত দাম প্রত্যাহার করতে হবে। নিষ্পেষিত দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, সত্যটা বুঝুন— কেবলমাত্র সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনই পারে এই স্বৈরাচারী সরকারের চরম জনবিরোধী নীতিকে পরাস্ত করতে।

কেরালায় উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে

সিপিএম সরকারের হামলা

কে-রেল প্রকল্পের নামে বিপুল উচ্ছেদের প্রতিবাদে গণআন্দোলনে হামলা চালাল কেরালার সিপিএম সরকার। কেরালার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদের মুখে। সাধারণ মানুষ উচ্ছেদবিরোধী কমিটি গঠন করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল। ১৭ মার্চ কোট্টায়াম জেলার চেঙ্গানাসেরিতে কর্তৃপক্ষ পুলিশ নিয়ে সার্ভে করতে গেলে স্থানীয় মানুষ তাদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ তাদের উপর বর্বর হামলা চালায়। এসইউসিআই(সি) কোট্টায়াম জেলা সম্পাদক মিনি কে ফিলিপ (ছবি) সহ ৩৩ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং জোর করে সার্ভে-শিলা পোঁতে। পরে সাধারণ মানুষ সে সব তুলে ফেলে দেয়। জনগণের আন্দোলন দমনে বাংলার সিপিএম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে যে বর্বর পথ নিয়েছিল, এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার ডেউচা-পাঁচামিতে আদিবাসীদের বিক্ষোভ আন্দোলনে কিছুদিন আগে যেভাবে পুলিশি হামলা চালিয়েছে, কেরালা সিপিএম সেই পথই অনুসরণ করছে। শাসন ক্ষমতায় থাকলে জনস্বার্থ দুপায়ে পিষে মারতে এদের সকলের ভূমিকা একই।

রামপুরহাটে গণহত্যার প্রতিবাদ

কলকাতা ও সিউড়িতে বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার ৩৯

বিধানসভার গেটে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। ২৩ মার্চ

রামপুরহাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও সাম্প্রতিক কালে পরপর রাজনৈতিক কর্মী হত্যার প্রতিবাদে ২৩ মার্চ দুপুর দেড়টায় এস ইউ সি আই (সি)-র শতাধিক কর্মী রাজ্য বিধানসভার উত্তর গেটে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। যেভাবে পুলিশের পরিকল্পিত নিষ্ক্রিয়তায় এই হত্যার ঘটনাগুলি ঘটল তার প্রতিবাদ করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করা হয়। পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ও ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি শামসুল আলম সহ ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা।

সিউড়ি এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ। ২৩ মার্চ

২৩ মার্চ এস ইউ সি আই সি-র নেতৃত্বে এক মিছিল সিউড়ি এসপি অফিসের সামনে গিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ জোর করে বিক্ষোভ ভাঙতে গেলে ধস্তাধস্তি হয়। বিক্ষোভকারীরা দীর্ঘ সময় সেখানেই অবস্থান করেন। পরে পুলিশ জোর করে কর্মীদের সরিয়ে দেয়। জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বগটুই গ্রামে যান এবং মৃতদের আত্মীয়-পরিজনদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা হত্যাকাণ্ডের দ্রুত তদন্ত, আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

বগটুইতে দলের প্রতিনিধিদল

দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৩ মার্চ এক বিবৃতিতে পরদিন ২৪ মার্চ সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ওইদিন রাজ্যের সমস্ত স্থানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালন করা হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com